কালের কণ্ঠ

তারিখ : 23 DEC 2015
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

এবার বই উৎসব দুই দিন

প্রাথমিকের বই নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বই উৎসবের বাকি আর মাত্র আট দিন। মাধ্যমিকের প্রায় শতভাগ বই পৌঁছলেও প্রাথমিকের বই পৌঁছতে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যথাসময়ে বই পৌঁছানোর ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি নিজেই বই ছাপা ও বিতরণের বিষয়টি তদারক করছেন। আর মোট বইয়ের ৫ শতাংশ রিজার্ভ থাকায় উৎসবে বইয়ের কোনো সংকট হবে না বলে জানা গেছে। সব শিশুই বছরের প্রথম দিন বিনা মূল্যের নতুন বই পাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

প্রাথমিকের বই নিয়ে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিমধ্যে বই উৎসবের দিন ঠিক হয়ে গেছে। চলছে নানা প্রস্তুতি। ১ জানুয়ারি শুক্রবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজধানীর মিরপুর বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২ জানুয়ারি শনিবার রাজধানীর গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে বই উৎসবের আয়োজন করছে। এবারই প্রথম বই উৎসব হবে দুই দিন। আগে একসঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বই উৎসব হলেও এবারই তা পৃথকভাবে হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একসঙ্গে উৎসব করার প্রস্তুতি নিলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ই আলাদাভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছে। ফলে শুক্রবারও প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বই নিতে আসতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'মাধ্যমিকের প্রায় শতভাগ বই পৌঁছে গেছে। আর প্রাথমিকের বই দেরিতে ছাপা শুরু হওয়ায় প্রায় ৮০ শতাংশ পৌঁছেছে। মোট বইয়ের ৫ শতাংশ রিজার্ভ রাখা হয়। এরপরও অবশিষ্ট বই সময়মতো পৌঁছে দিতে পারব—এতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের বই দিতে পারব এ ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি। স্কুল, মাদ্রাসা, টেকনিক্যাল, প্রি-প্রাইমারি সবাই এই বই পাবে।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানায়, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর বিশ্বব্যাংক নতুন শর্ত আরোপ করায় শুরুতে কাজ করতে রাজি হননি মুদ্রণকারীরা। ফলে প্রতিবছর আগস্ট মাস থেকে কাজ শুরু হলেও এবার শুরু হয় অক্টোবরের মাঝামাঝিতে। তাই প্রাথমিকের শতভাগ বই যথাসময়ে পৌঁছতে কিছুটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, এবার ২২ দেশীয় মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান প্রাক্কলন মূল্যের চেয়ে ৯৪ কোটি টাকা কমে কাজ নেয়। কিন্তু এই আড়াই মাসে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই তাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সবার সমান তালে এগোতে পারছে না। ফলে এনসিটিবি একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করে দিয়েছে। নানাভাবে মনিটরিংয়ের মাধ্যমেই যথাসময়ে কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মন্ত্রণালয়।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আশা করি ২৮ থেকে ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই সব বই চলে যাবে। এই বই উৎসব আমাদের বড় অর্জন। এটাকে যেভাবেই হোক আমরা সফল করব। এনসিটিবির সব কর্মকর্তাও ছুটি বাদ দিয়ে দিন-রাত কাজ করছেন। সরাসরি প্রেসে উপস্থিত থেকে যেকোনো সমস্যা সমাধান করে আমরা এই কাজকে এগিয়ে নিচ্ছি। মুদ্রণকারীরাও তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।'

জানা যায়, মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় প্রাথমিকের ৮০ শতাংশ বই পৌঁছার কথা বললেও প্রকৃতভাবে গতকাল পর্যন্ত এই বই পৌঁছেছে ৭২ থেকে ৭৫ শতাংশ। বাকি রয়েছে আরো প্রায় আট দিন। আর এখন সব কাজ বাদ দিয়ে এই প্রাথমিকের বই ছাপানো হচ্ছে। ফলে বড় কোনো সংকটের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন মুদ্রণকারীরা।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মাধ্যমিকের বই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। প্রাথমিকেরও প্রায় ৮০ ভাগ বই চলে গেছে। সব বইয়ের মধ্যে রিজার্ভ ও অপশনাল বই রয়েছে। সেগুলোর কাজই মূলত এখন চলছে। এরপরও আশাবাদী, যথাসময়েই বই পৌঁছে যাবে। আমরা প্রাক্কলন মূল্যের চেয়ে অনেক কমে কাজ নিয়েছি। মূলত দেশীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমরা এই ত্যাগ স্বীকার করেছি। কিন্তু কাজ শুরু করার পর গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। ফলে আমাদের খরচ বেড়ে গেছে। তাই আমরা নতুন করে বইয়ের মূল্য নির্ধারণের দাবি জানিয়েছি। এখন সরকার আমাদের সহায়তা না করলে পুঁজি হারাতে হবে।'

বইয়ের মানের ব্যাপারে কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেও এ ব্যাপারে গতকাল জবাব দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'বিপুলসংখ্যক বই ছাপা হয়। সব আলাদা করে দেখা সম্ভব হয় না। আগে ১০ শতাংশ জামানত ছিল। এবার তা ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। বই পৌঁছানো শেষে তদন্ত করব। মান খারাপ হলে সে অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।'

এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে তিন কোটি ৯১ লাখ ৯৪ হাজার ৯০৩ শিক্ষার্থীর জন্য ৩৩ কোটি ৪৫ লাখ ১৮ হাজার ৬৩৫টি বই ছাপা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিকের দুই কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার ৩৫১ শিক্ষার্থীর জন্য ১০ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৭ কপি বই বিতরণ করা হবে। ২০১৫ সালে প্রায় ৩২ কোটি বই, ২০১৪ সালে ৩১ কোটি ৭৮ লাখ, ২০১৩ সালে ২৬ কোটি ১৮ লাখ, ২০১২ সালে ২২ কোটি ১০ লাখ, ২০১১ সালে ২৩ কোটি ২২ লাখ ও ২০১০ সালে ১৯ কোটি ৯০ লাখ বই বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। এই বছরের আগে প্রাথমিকের মুদ্রণকাজে প্রতিবারই বিদেশি প্রতিষ্ঠান যুক্ত ছিল। তবে এবারই প্রথম প্রাথমিকের সব বইয়ের কাজ দেশীয় মুদ্রণকারীরা করছেন। এত বই এত অল্প সময়ে দেশীয় মুদ্রণকারীদের ছাপানোও একটি বিরল দৃষ্টান্ত বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।